অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে বাংলাদেশ

আঁটসাঁট বোলিংয়ে লক্ষ্য খুব একটা বড় হতে দেননি বোলাররা। উইকেটে বোলারদের জন্য বেশ সহায়তা থাকায় কাজটা এরপরও সহজ ছিল না। অসাধারণ এক ইনিংসে সেটা সহজেই সারলেন মাহমুদুল হাসান। এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরিতে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছে বাংলাদেশ।

পচেফস্ট্রুমে গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ৬ উইকেটে জেতে বাংলাদেশ। ২১২ রানের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে ৩৫ বল বাকি থাকতে।

টানা নবম জয় পেল বাংলাদেশ। যুব ওয়ানডেতে এটাই তাদের সেরা ধারাবাহিক ফল। ২০০৫ সালে টানা আট ম্যাচ জিতেছিল তারা।
এর আগে একবারই সেমি-ফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ। ২০১৬ আসরে দেশের মাটিতে হয়েছিল তৃতীয়। আগামী রোববার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে নিউ জিল্যান্ড।

১০০ রানের দারুণ পরিণত এক ইনিংসে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন মাহমুদুল। যুব ওয়ানডেতে এটি তার চতুর্থ সেঞ্চুরি। ডানহাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের ১২৭ বলের ইনিংস সাজানো ১৩টি চারে।

নিউ জিল্যান্ডকে ২১১ রানে থামানোয় দারুণ অবদান শরিফুল ইসলামের। ৪৫ রানে ৩ উইকেট নেন বাঁহাতি এই পেসার। দুটি করে উইকেট নেন শামীম হোসেন ও হাসান মুরাদ।

সেনওয়েস পার্কে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি নিউ জিল্যান্ডের। অফ স্পিনার শামীমের অফ স্টাম্পের বাইরের বল ড্রাইভ করার চেষ্টায় সিøপে তানজিদ হাসানের হাতে ধরা পড়েন রিস মারিউ।

প্রথম দুটি ওভার মেডেন নেন শরিফুল। আক্রমণে এসে রকিবুল হাসান শুরুতে নেন তিনটি মেডেন ওভার। রানের জন্য রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছিল কিউইদের।

ওপেনার অলি হোয়াইটকে কট বিহাইন্ড করে থামান রকিবুল। শামীমের বলে

ফার্গাস লেলম্যানের দুর্দান্ত এক ক্যাচ মুঠোয় জমান মাহমুদুল। দারুণ এক ডেলিভারিতে জেসি ট্যাশকফকে বোল্ড করে দেন বাঁহাতি স্পিনার মুরাদ।

৭৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া নিউ জিল্যান্ডকে টানেন নিকোলাস লিডস্টোন ও বেকহ্যাম হুইলার-গ্রিনল। ৯০ বল স্থায়ী তাদের ৬৭ রানের জুটিতে লড়াইয়ের পুঁজি গড়ার পথে এগিয়ে যায় কিউইরা।

৪১তম ওভারে আক্রমণে ফিরে লিডস্টোনকে এলবিডব্লিউ করে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা জুটি ভাঙেন শরিফুল। পরের ওভারে কুইন সানডেকে বোল্ড করে দেন মুরাদ।

লোয়ার অর্ডারে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক ও জোয়ি ফিল্ডকে ডানা মেলতে দেননি শরিফুল। তবে হুইলার-গ্রিনলের দৃঢ়তায় শেষ ১০ ওভারে ৭২ রান তুলে নেয় নিউ জিল্যান্ড।

রান তাড়ায় শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। শরীরের বেশ কাছের বল পয়েন্ট দিয়ে খেলতে গিয়ে কাভারে ধরা পড়েন তানজিদ। ডেভিড হ্যানককের বল বাড়তি লাফিয়ে পারভেজ হোসেনের গ্লাভস ছুঁয়ে জমা পড়ে কিপারের গ্লাভসে।
৩২ রানে দুই ওপেনারকে হারানো বাংলাদেশকে টানেন মাহমুদুল ও তৌহিদ হৃদয়। ক্রিজে গিয়েই রানের চাকা সচল করায় মনোযোগ দেন হৃদয়। সাবধানী ব্যাটিংয়ে তাকে সঙ্গ দেন মাহমুদুল। ধীরে ধীরে জমে ওঠে জুটি।

লেগ স্পিনার আদিত্য অশোককে বেরিয়ে এসে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে হৃদয়ের বিদায়ে ভাঙে ৬৮ রানের জুটি। হৃদয় চারটি চারে ৪৭ বলে করেন ৪০।

এরপর কিছুটা কমে রানের গতি। ধীরে ধীরে শট খেলতে শুরু করেন মাহমুদুল ও শাহাদাত হোসেন। কিউইদের স্পিন-পেস কিছুই আর পরে পাত্তা পায়নি তাদের সামনে।

৭৭ বলে পঞ্চাশ ছোঁয়া মাহমুদুল ১২৬ বলে পৌঁছান সেঞ্চুরিতে। সুইপ করে বাউন্ডারি মেরে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার সঙ্গে জুটির রানও নিয়ে যান একশতে। পরের বলে ট্যাশকফকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে থামেন মাহমুদুল। ভাঙে ১০১ রানের জুটি। ততক্ষণে জয়ের দুয়ারে চলে গেছে বাংলাদেশ।

বেশি সময় নেননি শাহাদাত ও আকবর আলী। চারটি চারে ৫১ বলে ৪০ রানে

অপরাজিত থাকেন শাহাদাত। চার মেরে বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে নিয়ে যান অধিনায়ক।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউ জিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৫০ ওভারে ২১১/৮ (মারিউ ১, হোয়াইট ১৮, লেলম্যান ২৪, লিডস্টোন ৪৪, ট্যাশকফ ১০, হুইলার-গ্রিনল ৭৫*, সানডে ১, ক্লার্ক ৭, ফিল্ড ১২, অশোক ৫*; শরিফুল ১০-২-৪৫-৩, শামীম ৬-১-৩১-২, রকিবুল ১০-৩-৩৫-১, তানজিম ১০-১-৪৪-০, মুরাদ ১০-১-৩৪-২, হৃদয় ৪-০-১৮-০)
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৪৪.১ ওভারে ২১৫/৪ (পারভেজ ১৪, তানজিদ ৩, মাহমুদুল ১০০, হৃদয় ৪০, শাহাদাত ৪০*, শামীম ৫*; ফিল্ড ৬-০-২৮-০, ক্লার্ক ৯-০-৩৭-১, হ্যানকক ৭-০-৩১-১, অশোক ১০-০-৪৪-১, ট্যাশকফ ১০-৫৭-১-০, হুইলার-গ্রিনল ২.১-০-১৩-০)
ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৬ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দা ম্যাচ: মাহমুদুল হাসান

ঢাকায় ১৩ রোহিঙ্গা নারী আটক

কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন ক্যাম্পের ১৩ রোহিঙ্গা নারী ঢাকার বাড্ডা থানা পুলিশের হাতে আটক হয়েছে। আটককৃত রোহিঙ্গা নারীদের বুধবার সকালে উখিয়া থানা পুলিশের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে বলে বাড্ডা থানা পুলিশের এসআই মো. ফেরদৌস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাড্ডা থানা ও উখিয়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নারী ও শিশু পাচার সিন্ডিকেটের সদস্যরা অল্প খরচে বিদেশ পাঠানো, উন্নত জীবন যাপন, বিয়ে ও বেশি টাকা আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলিয়ে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদেরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনাসহ বিভিন্ন পতিতালয়ে সরবরাহ করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ জানুয়ারী ঢাকা বাড্ডা থানা এলাকায় র্যাব ৩, অভিযান চালিয়ে উখিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পের ১৩ রোহিঙ্গা নারীকে আটক করে বাড্ডা থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

সূত্র মতে, আরো জানা গেছে, ২৭ জানুয়ারী বাড্ডা থানা পুলিশ বাদী

হয়ে আটককৃতদের তথ্যমতে কথিত পাচারকারী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আটককৃতদের ঢাকা মহানগর আদালতে হাজির করলে আদালত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আটককৃতরা হলেন- কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি ব্লকের বাসিন্দা মোঃ রশিদের মেয়ে ছমিরা (১৯), শফিউল্লাহ কাটা ক্যাম্পের জি ব্লকের বাসিন্দা আবুল বশরের মেয়ে কানিজ ফাতেমা (১৬), কুতুপালং ক্যাম্পের মকসুদ আহম্মদের দুই মেয়ে জমিলা (১৭),ও তছলিমা (১৮), কুতুপালং ক্যাম্প ১৩ এর বাসিন্দা মৃত মোঃ হাসানের মেয়ে নুর বেগম (১৭), কুতুপালং ক্যাম্প ১১ এর বাসিন্দা মৃত কালা মিয়ার মেয়ে নুর হাকিম (১৮), উখিয়ার রত্নাপালং ইউনিয়নের কাটির মাথা নামক গ্রামের সাবের হোসনের মেয়ে সাহিদা (১৭), বালুখালী ক্যাম্পের বাসিন্দা আব্দুল গণির মেয়ে হারেছা বেগম (১৬), কুতুপালং ক্যাম্প ৭ এর বাসিন্দা মোঃ আমান উল্লাহর ছেলে সানজিদা (১৯), কুতুপালং ক্যাম্পের রশিদ আহম্মদের মেয়ে আছমা (২২), থাইংখালী তাজনিমারখোলা ক্যাম্পের বাসিন্দা মৃত জাকির আহম্মদের মেয়ে আয়েশা (১৮), টেকনাফ পুরান বাজার এলাকার অছিউর রহমানের ছেলে কবির আহম্মদ (৪০),হ্নীলা নয়াপাড়া ক্যাম্পের নুরুল ইসলামের ছেলে মোঃ ইমরান (২৮)।

উখিয়া থানার ওসি আবুল মনসুর রোহিঙ্গা আটক ও ক্যাম্পে হস্তান্তরের সত্যতা স্বীকার করেন।

আরো পড়ুন-দেশের মর্যাদা বাড়াবে ই-পাসপোর্ট

দেশের মর্যাদা বাড়াবে ই-পাসপোর্ট

ই-পাসপোর্ট
ই-পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্ট চালু করেছে বাংলাদেশ, যা এ দেশকে আলাদা এক মর্যাদায় নিয়ে যাবে। বহুদিনের স্বপ্ন ছিল আমাদের। অবশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২২

জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ই-পাসপোর্টের সূচনা করেছেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে আধুনিক করার যে প্রত্যয় তিনি গ্রহণ করেছেন, তা একধাপ এগিয়ে গেছে। সারা বিশ্ব আজ আধুনিক হচ্ছে, তাহলে কেন পিছিয়ে থাকব আমরা? বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আমাদেরও আধুনিক হতে হবে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ইতিমধ্যে ই-পাসপোর্টের সুবিধা, নিয়মকানুন ও আবেদনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। বাড়তি ঝুটঝামেলা ছাড়াই অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা। ই-পাসপোর্ট আসলে কেমন হবে এ নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। একটি জাতীয় পত্রিকা মারফত জানলাম, বর্তমানে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) মতোই একই রকমের থাকবে ই-পাসপোর্টের বই।

তবে এমআরপি’র বইয়ে প্রথমে যে তথ্য সংবলিত দুটি পাতা থাকে, ই-পাসপোর্টে তা থাকবে না। সেখানে বরং পলিমারের তৈরি একটি কার্ড ও অ্যান্টেনা থাকবে। সেই কার্ডের ভেতরে চিপ থাকবে, যেখানে পাসপোর্ট বাহকের সব তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। ডাটাবেজে থাকবে পাসপোর্টধারীর তিন ধরনের ছবি, ১০ আঙ্গুলের ছাপ ও চোখের আইরিশ। ফলে যে কোনো দেশের কর্তৃপক্ষ সহজেই ভ্রমণকারী সম্পর্কে সব তথ্য জানতে পারবেন।

ডিজিটাল ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-পাসপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ই-পাসপোর্ট উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। এটি চালুর ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। ই-পাসপোর্টের মাধ্যমে জাল পাসপোর্টের সমস্যা দূর হবে। অন্যদিকে প্রবাসীসহ বিদেশগামীদের হয়রানির শিকার হতে হবে না।

ই-পাসপোর্টের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, আগের এমআরপি পাসপোর্ট বহনকারীদের ভিসা চেক করার জন্য এয়ারপোর্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হতো। ই-পাসপোর্টের মাধ্যমে সহজেই ই-গেট পার হওয়া যাবে। ই-গেটের নির্দিষ্ট স্থানে পাসপোর্ট রেখে দাঁড়ালে ক্যামেরা ছবি তুলে নেবে। থাকবে ফিঙ্গার প্রিন্ট যাচাইয়ের ব্যবস্থাও। সব ঠিক থাকলে ভ্রমণকারী সহজেই ইমিগ্রেশন পেরিয়ে যেতে পারবেন। যদি পাসপোর্টে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে গেটে অটোমেটিক লাল বাতি জ্বলে উঠবে। আরেকটি বড় সুবিধা হল, ই-পাসপোর্টের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ পাসপোর্টের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। ই-পাসপোর্টের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ বছর করা হয়েছে। আগে

পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। ই-পাসপোর্টের ক্ষেত্রে এ সমস্যার সমাধান হবে আশা করা যাচ্ছে।

এ বছর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষ পালন করছে পুরো দেশ। বলা যায়, মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে জনগণের জন্য সরকারের উপহার এই ই-পাসপোর্ট। উন্নত পাসপোর্ট একটি উন্নত রাষ্ট্রের পরিচয় বহন করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভিসা প্রদানে আগ্রহী কিনা তা অনেকটা আধুনিক পাসপোর্টের ওপর নির্ভর করে। যে দেশ যত উন্নত সেদেশের পাসপোর্ট তত উন্নত। বাংলাদেশ সরকার পাসপোর্ট আধুনিকায়নের যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে তা সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই কামনা করছি।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-নিজে নন, স্বামীকে এমপি বানাতে চান নায়িকা শাবানা

র্যাবের অভিযানে এ পর্যন্ত শতাধিক মাদক কারবারী নিহত: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সারাদেশে র্যাবের অভিযানে এ পর্যন্ত ১০৬ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

বুধবার দুপুরে পতেঙ্গা র্যাব-৭ সদর দফতর সংলগ্ন এলিট হলে আয়োজিত মাদক ধ্বংস ও মাদকবিরোধী প্রচারণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশে মাদক নির্মূলে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। মাদক, জঙ্গিবাদ নির্মূলে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে আমাদের র্যাব ও পুলিশ বাহিনী।

তিনি বলেন, মাদক একটি ভয়ংকর নেশা। যিনি একবার এ সর্বনাশা নেশায় আসক্ত হন তিনি আর বের হতে পারেন না। ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে মাদক ও

জঙ্গিবাদে না জড়ায় সেটি নিয়ে কাজ করছি। দেশে ইয়াবা প্রবেশের প্রধান রুট কক্সবাজার। সেখানেও র্যাব, পুলিশ, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় তা কমে এসেছে।

এ সময় চট্টগ্রাম বন্দরে ২০১৫ সালে আটক হওয়া দুই ড্রাম কোকেন ও ১০৫ ড্রাম সূর্যমুখী তেল মাটিচাপা দেয়া হয়। এ কোকেনের বাজারমূল্য প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা বলে জানিয়েছে র্যাব।

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পক্ষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবু সালেম মোহাম্মদ নোমান ও চট্টগ্রাম বন্দরের পক্ষে সহকারী ব্যবস্থাপক (এস্টেট) রায়হান উদ্দিন মাদক ধ্বংস কার্যক্রম তদারকি করেন।

অনুষ্ঠানে পতেঙ্গা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী, মাদক ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বই বিতরণ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-অভিশংসন: অল্পের জন্য রেহাই পেলেন ট্রাম্প

প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ

থাকার আহবান

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা মাত্রিক কর্মসূচী বিষয়ক বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারিসহ তার বিরুদ্ধে বিষেদাগারমুলক বক্তব্য প্রদান করেন আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দরা। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে কালা জাহাঙ্গীর আখ্যা দিয়ে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভায় বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন।

সভাপতির বক্তব্যে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘মন্ত্রী যখন আসেন তার দুই দিন আগে থেকে সার্কিট হাউজে বাজার বসে। বিভিন্ন জেলার ডিসি, এডিসিরা আসেন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে। তদবিরের জন্য আসেন। জেলা প্রশাসককে উদ্দেশ্যে করে আমাকে এক পুলিশ সুপার বলেছিলেন মেহেরপুরে তো একজন কালা জাহাঙ্গীর আছে। তিনি সারাদেশে ঠিকাদার হয়ে গেছেন। মেহেরপুরে একটা দুর্নীতিবাজ তৈরি হয়েছে।’ অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর দেখি ভৈরবে মাটি লুট হয়ে যাচ্ছে। আমি ডিসিকে ফোন করে বললাম। তিনি বললেন ভৈরবের পাশে রাস্তা হবে। আমি বললাম টেন্ডার কোথায়। উনি বললেন টেন্ডার হয়নি। তাহলে ওয়াকশন কবে হলো। টেন্ডার ওয়াকশন ছাড়া ভৈরবের হাজার হাজার হেক্টর জমির মাটি বিক্রি হয়ে গেলো। সেই মাটি দিয়ে বিশাল একটি বান্দরবান (পাহাড়) হয়ে গেছে একটি ভাটায়। সেই

ভাটা আজও সিলগালা হয়নি।
ইয়ারুল ইসলাম আরো বলেন, যাদের একটা মোটরসাইকেলও ছিলনা। এখন তাদের চারটি গাড়ি, বাড়ি। কোথায় পেলেন, আলাদিনের চেরাগ পেলেন নাকি। মন্ত্রীর ভাইয়ের ওষুধের দোকান ছিল, বেচাকেনা হতো না। আজকে সমস্ত ঠিকাদারি কাজ, সমস্ত ব্যবসা তাদের। আমি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিয়ে চেয়ারে বসার আগেই ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে এসব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নে বাজেট দিয়েছেন। সেই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করছেন মন্ত্রী। গাছের চেয়ে কঞ্চি হয়ে বড় হয়ে গেলে যা হয়।
আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের স্বার্থের পরিপন্থি, মেহেরপুর পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি, জেলার স্বার্থের পরিপন্থি কোন কর্মকান্ড মেহেরপুরে হবে না। আমি মেয়রকে বলেছি আবার যদি তদন্ত টিম আসে আর পৌরসভায় আসার দরকার নাই। ওই পৌরসভার প্রবেশমুখ থেকেই বিদায় দিয়ে দেব। জনপ্রতিনিধিকে মূল্যায়ন করা হয় না। জনপ্রতিনিধিকে বাদ দিয়ে যদি কোন জেলা প্রশাসক হোক সে কালা জাহাঙ্গির হোক আর যেই হোক। আজ আমরা প্রতিবাদ করছি এরপরে প্রতিরোধ হবে।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল বলেন, মেহেরপুরে যখন বিএনপির অস্ত্রের মুখে আওয়ামী লীগের মাথা গোজার ঠাঁই ছিলনা। তখন আমার অফিসকে আওয়ামী লীগের অফিস বানিয়ে ছিলাম। আমার অফিসে বোমা মারা হয়েছে, আমরা মার খেয়েছি। কারণ আমাকে শেষ করা হলে নাকি আওয়ামী লীগ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ আমরা আওয়ামী লীগের বাইরে। এখন কোন মিটিং মিছিল হলে, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির এক পাশে থাকে ডিসি আরেক পাশে থাকে এসপি। সেই সাথে কিছু হাইব্রিড নেতাদের নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। আজ যারা ফরহাদ হোসেনের সাথে থাকে তাদের রাজনীতির ব্যাকগ্রাউন্ড খোজ নিয়ে দেখেন। সবাই বিএনপি জামাত পরিবারের।
ফরহাদ হোসেনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান বলেন, আপনি ভোটের সময় অনেক কথা বলেছিলেন, আর এখন বলেন, এইসব কথা ভোটের সময় বলতে হয়। আমার কোন নেতা কর্মির কোন প্রয়োজন নেই। একদিকে আমি থাকবো আরেক দিকে এসপি থাকবে। এটাই তার চরিত্র।
আজ যারা মন্ত্রীর আত্মিয় হয়েছেন তারা কোনদিন জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে দেখেননি। এমনকি মন্ত্রীও কোন দিন স্লোগান দেন নাই। মেহেরপুরের রাজনীতিকে বাচাতে আমরা যেমন ২০০১সালে বিএনপি-জামাত

বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম ঠিক সেইভাবে মন্ত্রী বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলবো।
আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একপাশে ডিসি, একপাশে এসপি মাঝখানে এমপি। উনার নাকি নেতাকর্মী লাগবে না। ডিসি আর এসপি থাকলেই হবে। সাংবাদিকদের উদ্দ্যেশে গোলাম রসুল বলেন আপনারা এগুলো লেখেন। মানুষকে জানান।
তিনি বলেন, জেলা পরিষদে প্রতিবছর এডিবির বাজেট আসে। আমার কাছে থেকে প্রতিমন্ত্রী ২ কোটি টাকা ভাগ চেয়েছিলেন। আমি বলেছি ২ লাখ টাকাও দিতে পারবো না। প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম আপনার এমপিরা ভাগ চায়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কোন এমপিকে ভাগ দেবেন না। তাতে যদি টাকা না আসে প্রধানমন্ত্রীকে জানাবো।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, ১৫ কোটি টাকা ঋনের বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়রের আসনে বসেছি। সেগুলো কাটিয়ে উঠে পৌরবাসীর কল্যানে যখন পৌরসভার উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে তখনি বাধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কায়দা কৌশল করছেন প্রতিমন্ত্রী।
সুষ্ঠ সুন্দর সচ্ছ কাজ করার পরও প্রতিনিয়ত মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাকে হেনস্ত করার চেষ্ট করছে। প্রতিমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি যখন নৌকার নমিনেশন নিয়ে মেহেরপুরে এসেছিলেন তখন আপনার পাশে কোন নেতা কর্মি ছিল না। আমরা যুবলীগ যখন মাঠে নামি তখনি আপনার জয় নিশ্চিত হয়। আজ আপনি মন্ত্রী হয়েছেন বলে আমাদের আওয়ামী লীগ থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না।
মেহেরপুরের মানুষ যখন বিরক্ত হয়ে যাবে তখন পালাবার পথ পাবেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা সেভাবেই পথ চলবো। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে নিয়ে লড়াই করে যাবো।
মেয়র বলেন, ভিতরে ভিতরে অনেক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় জেলা প্রশাসককে প্রধান অতিথি এবং আমাকে বিশেষ অতিথি করায় প্রধান শিক্ষিকা তিরস্কার করে তাঁকে এখান থেকে বদলি করা হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, যুবলীগকে নিয়ে নানারকম কুরুচীপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আজ তার ভাইকে সেই যুবলীগের রাজনীতিতে আনার চেষ্টা করছেন। আপনারা স্বার্থক। আমরা সফল রাজণীতি করে আসছি। আজ পৌরসভার বিভিন্ন ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উপস্থিত নেতকর্মীদের উদ্দ্যেশে তিনি বলেন, আপনাদের সকলকে সাথে নিয়ে এসকল ষড়যন্ত্রর জবাব দেওয়া হবে।

জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি করি। আমরা কারও চামচামির রাজনীতি করি না। মেহেরপুরের ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকেন ইনশাহআল্লাহ আপনাদের বিজয় হবেই।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান বলেন, নৌকা মার্কা নির্বাচিত হওয়ার পরও নৌকার নিবেদিত প্রাণ দু:সময়ের রাজপথ কাপানো নেতাদের মুখ আজ মলিন। মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের ইতিহাস এখন মিথ্যা ইতিহাস। আমরা মন্ত্রী পেয়েছি, মেহেরপুরের মানুষ হাসবে অথচ মেহেরপুরের মানুষ আজ কাঁদছে, আওয়ামী লীগ কাঁদছে। এইতো সেদিনকার কথা শহর আওয়ামী লীগের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাউন্সিল হচ্ছিলো। কেন্দ্রিয় নেতাদের সাথে যোগসাজশ করে শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বন্ধ করে দেয়। সেখানেও তিনি একটি করে ভাগ চাই। আওয়ামী লীগ কি ভাগের রাজনীতী হয়ে গেছে, আমরা কি বিভক্ত রাজনীতি করি? আগামী ৬ মার্চের মধ্যে মেহেরপুর, গাংনী, মুজিবনগরে কাউন্সিল হতে পারে। সেখানে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে নেতা কর্মিদের মধ্য থেকেই।
উনি একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, মেহেরপুর শহরকে প্যারিস বানাবো। আমাদের গর্বে বুক ভরে গেলো। আমাদের মন্ত্রী শহরকে উন্নত করবেন। কিন্তু আজ তিনি পৌরসভার উন্নয়ন কাজকে বাধা দিচ্ছেন। বারবার তদন্ত কমিটি পাঠাচ্ছেন। উনি বলেন তাঁর বাবা নাকি জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তার নানাও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তাহলে উনার পিতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত সভাপতি হলেন। তিনি বিভিণ্ন স্থানে বলে বেরাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু নাকি মেহেরপুরে দুই বার এসেছিলেন। তার বাড়িতে এসে খেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মেহেরপুরে একবারই এেেসেছন।
তিনি আরো বলেন, তার বাবা ছহিউদ্দিন নাকি ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে ছিলেন। কিন্তু ওই সময় তিনি আমাদের সাথে বেতাই ক্যাম্পে ছিলেন। আগামি ৬ মার্চের মধ্যে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সংগঠনের কাউন্সিল হবে। আপনি ঘরে বসে ছাত্রলীগের কমিটি দিচ্ছেন। এগুলো বন্ধ করেন। আগামীতে সকল কাউন্সিলে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হবে। যদি আপনি প্রকিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন তাহলে আপনাকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করতে বাধ্য হতে হবে।
আগামীতে আপনিও যদি আওয়ামী লীগের সভাপতি না থাকেন সেটাও মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে হবে। আজ যদি আপনার মন্ত্রীত্ব শেখ হাসিনা কেড়ে নেয় কি করবেন তখন। আপনার ভাই আপনার বাড়িতে বসে গণফোরাম গঠন করেছিলেন।

আগামী কাউন্সিল হবে নেতৃত্বের বিকাশ হবে। আওয়ামী লীগের দুরবস্থা দুর হবে। আগামি দিনে ওই পেতাত্মার হাত থেকে আওয়ামী লীগকে রক্ষা করতে হবে।

শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ করি। ২০১৪ সালে এই এমপির জন্য ১০ মিনিট করে বুঝিয়ে আমরা ভোট চেয়েছে। ২০১৮ সালে আমরা আবার যখন ভোট চাইতে গিয়েছি আর বোঝাতে পারিনাই। আবার সেই এমপি। আজ আপনি এমপি হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যাদের কারণে আপনি আজ এখানে তাদেরকে মুল্যায়ন করতে হবে। আজ আপনি মন্ত্রী হয়ে নৌকার মেয়রকে, নৌকার উপজেলা চেয়ার্যম্যানকে, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিভিন্ন কাজে বাধা দিচ্ছেন। জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দিয়েছেন। জেলা প্রশাসক আজ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়ে গেছেন। ডিসি সাহেব আপনি সরকারি কর্মকর্তা। আপনি নিরপেক্ষ থাকবেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনি, জেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহবায়ক মাহফিজুর রহমান পোলেন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জুলফিকার আলী, আবু মোর্শেদ মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও মহিলা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

মেপ্র/ইএম

বিআরটিএ অফিসের চিত্র: নিজের লোকের কাছে আড়াই, অন্য কেউ হলে তিন হাজার

আপনি নিজের লোক বলে আড়াই হাজার বললাম, অন্য কেউ হলে তিন হাজার বলতাম। এসব কাজে তিন হাজারই লাগে। বিভিন্ন খরচপাতি আছে চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন যায়গায় ছুটাছুটি করতে হয় সব মিলিয়ে হাজার তিনেক মত খরচ হয়। এভাবেই বিভিন্ন কায়দা কৌশলে মোটরসাইকেলের লাইসেন্স ফাইল জমার জন্য সাধারণ গ্রাহকের নিকট হতে হাতিয়ে নিচ্ছে মেহেরপুর আঞ্চলিক বিআরটিএ অফিসের মাষ্টাররোলে কর্মরত রাসেল ও মেজবাহ উদ্দিন।

ভুক্তভোগী রায়হান মোটরসাইকেলের নাম্বার প্লেট পাওয়ার জন্য কাগজ জমা দিতে এসে এই হয়রানির স্বিকার হয়। বিভিন্ন কারন দেখিয়ে তার কাছে থেকে প্রথমে তিন হাজার পরে নিজের লোক বলে আড়াই হাজার টাকা দাবি করে রাসেল তার সাথে সম্মতি দেয় মেজবাহ উদ্দিন।

মেহেরপুর বিআরটিএ অফিসে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়েও গ্রাহক হয়রানি কোনভাবেই বন্ধ হচ্ছে না।
বিআরটিএ নির্ধারিত রেজিট্রেশন ফি জমা দেওয়ার পরও অতিরিক্ত আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা দিতে হচ্ছে বিআরটি অফিসে। টাকা না দিলে কাল আসেন পরশু আসেন বলে হয়রানি করা হচ্ছে গ্রাহকদের।

এ বিষয়ে রাসেল এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমি কারও কাছে টাকা চাইনি। আমার যারা এসেছিল তাদের বলেছি শো-রুমে যোগাযোগ করতে। ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়ার পরও শো-রুমের সাথে কেন যোগাযোগ করতে হবে জানতে চাইলে রাসেল বলেন, এটি নতুন নিয়ম চালু হয়েছে।

মেজবাহ উদ্দিন এর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি প্রথমে রাসেলকে চেনেন না বলে জানান। পরে টাকার নিতে চাওয়ার কথা অস্বিকার করেন।

মেহেরপুর বিআরটিএ’র আঞ্চলিক কর্মকর্তা সালাউদ্দিন প্রিন্স এর সাথে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক অতিরিক্ত পরিচালক আতিয়ার রহমান জানান, রাসেল ও মেজবাহ উদ্দিনকে আমি চিনি না। এরা বিআরটিএ’র অফিসিয়াল কেউ না। মোটরসাইকেলের কাগজ জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। টাকা নেওয়ার অভিযোগ যদি সত্যি হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/ইএম

আরো পড়ুন: সেই স্কুলের তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা

প্রধানমন্ত্রী ইতালি সফরে যাচ্ছেন আজ

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ কোঁতের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চার দিনের সফরে আজ মঙ্গলবার সকালে রোমের উদ্দেশে রওনা হবেন। প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট ইতালির রাজধানী রোমের উদ্দেশে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করবে।

বিমানটি স্থানীয় সময় বিকাল সোয়া ৪টায় রোমের ফিয়ামিসিনো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। মিনিস্টার প্লেনিপোটেনসিয়ারি অব ইটালিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রি এবং ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুস সোবহান সিকদার প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাবেন।

বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে মোটর শোভাযাত্রাসহকারে প্রধানমন্ত্রীকে পার্কো দেই প্রিন্সিপি গ্র্যান্ড হোটেল অ্যান্ড স্পায় নিয়ে যাওয়া হবে। ইতালির রাজধানীতে সফরকালে তিনি সেখানে অবস্থান করবেন।

শেখ হাসিনা একই দিন সন্ধ্যায় তার সম্মানে একটি সংবর্ধনায় যোগ দেবেন।

৫ ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি রোমের ‘ভায়া ডেল’ এন্টারটাইড এলাকায়

বাংলাদেশ দূতাবাসের চ্যান্সরি ভবন উদ্বোধন করবেন। বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ কোঁতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন পালাজো চিগিতে আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেবেন। দুই নেতা সম্মেলনে দ্বিপক্ষীয় সার্বিক ইস্যুগুলোর পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

পরে ইতালীয় ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা পার্কো দেই প্রিন্সিপি গ্র্যান্ড হোটেল অ্যান্ড স্পায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রধানমন্ত্রী পরে ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আয়োজিত নৈশভোজে অংশ নেবেন। ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে শেখ হাসিনা পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ট্রেনে রোম থেকে ইতালির মিলান শহরের উদ্দেশে যাত্রা করবেন এবং স্থানীয় সময় বিকাল ৪টায় সেখানে পৌঁছবেন।

প্রধানমন্ত্রী ৭ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে আমিরাত এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে মিলান মালপেন্সা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দেশের উদ্দেশে রওনা হবেন। ৮ ফেব্রুয়ারি দুবাই হয়ে বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা ১০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছবেন।

এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে ঢাকা ও রোমের মধ্যে তিনটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। রোববার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ইতালির হাতে তিনটি খসড়া চুক্তি রয়েছে।

তারা যদি প্রধানমন্ত্রীর সফরকালের মধ্যে এগুলো চূড়ান্ত করতে পারে, তবে এ সফরকালে চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হবে। মোমেন আরও বলেন, প্রস্তাবিত চুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক বিনিময়, রাজনৈতিক আলোচনা এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

পরপর তিনবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ইউরোপের কোনো দেশে শেখ হাসিনার এটাই প্রথম সফর উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, তার এই সফর বাংলাদেশের অর্থনীতি ও এর চলমান উন্নয়নের জন্য লাভজনক হবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা সফরটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছি। কারণ এ সফরে বাংলাদেশে ইতালীয় উদ্যোক্তাদের নতুন বিনিয়োগের সন্ধান, ইতালিতে আরও বিভিন্ন পণ্য রফতানি এবং দক্ষ জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্র অনুসন্ধান করার প্রয়াস চালানো হবে।

উল্লেখ্য, ইতালি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়িক অংশীদার। দেশটিতে দুই লাখের বেশি বাংলাদেশি বসবাস করেন।

সুত্র-যুগান্তর

বঙ্গবন্ধু হত্যার পথ তৈরি করেছিলেন ইনু: জাতীয় সংসদে ফিরোজ রশীদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পেছনে এবার জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর দিকে ইঙ্গিত করলেন বিরোধী দল জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ। ধর্ষকদের শাস্তি ক্রসফায়ার দাবি করে সংসদে বক্তব্য দিয়েছিলেন কাজী ফিরোজ রশীদ।

রোববার সেই বক্তব্যের সমালোচনা করেন হাসানুল হক ইনু। এর জবাব দিতে গিয়ে কাজী ফিরোজ রশীদ বলেছেন, আপনারা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের কত লোক গুলি করে মেরেছিলেন? হাজার হাজার কর্মীকে মেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। থানা, ফাঁড়ি লুট করেছিলেন। সেদিন যদি আপনারা এগুলো না করতেন বঙ্গবন্ধুকে মারার দুঃসাহস কেউ করত না। আপনারা বঙ্গবন্ধুকে মারার পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

সোমবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে এভাবেই কড়া জবাব দেন ফিরোজ রশীদ। তিনি আরও বলেন, মুজিববর্ষে গ্রামবাংলার সকল রাস্তাঘাট, ব্রিজ, স্কুল-কলেজ মুক্তিযোদ্ধাদের নামে করার দাবি জানিয়ে বলেন, এটা করলে আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে বঙ্গবন্ধুর ডাকে কারা সেদিন মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। ইতিহাস থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

ফিরোজ রশীদ বলেন, সরকারের অনেক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু উন্নয়নের সফলতা ম্লান হয়ে গেছে আর্থিক খাতে সীমাহীন অনিয়ম এবং দুর্নীতিতে। সব থেকে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে। ব্যাংকিং খাতে একটা হরিলুট হয়েছে। তিনি বলেন, পাহাড়সমান দুর্নীতির অভিযোগ প্রশান্তের বিরুদ্ধে।

প্রশান্ত কুমার হালদার ৫ হাজার কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন। উনি এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের এমডি। এই রাজকুমারের এখানে ৩ হাজার কোটি টাকা পাওয়া গেছে। সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার করা হয়েছে।

কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটা উচ্চ পর্যায়ের কমিশন বসিয়ে তদন্ত করে বের করা হোক এই সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি কারা? যারা জনগণের ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা নিয়ে গেছেন।

নারী ও শিশু ধর্ষণের চিত্র তুলে ধরে কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, সারাদেশে শিশু-নারী-প্রতিবন্ধী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। বাসযাত্রীকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হচ্ছে। নিষ্পাপ শিশুদের ধর্ষণ করে হত্যা করা হচ্ছে। প্রতিমাসে ৮৪ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। গত বছর ৫ হাজার ৪০০ নারী ও ৮০০ শিশু ধর্ষণের শিকার।

এর মধ্যে মারা গেছে ২ হাজার ৮০০ জন। কয়েকদিন আগে সংসদে ‘পয়েন্ট অব অর্ডারে’ দাঁড়িয়ে ধর্ষকদের শাস্তি একমাত্র ক্রসফায়ার ও গুলি করে হত্যার দাবির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেন, সেদিন অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে ধর্ষকদের ওপর গুলি চালানোর কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের এখান থেকেই একজন সংসদ সদস্য (হাসানুল হক ইনু) এটার বিরাট ফিরিস্তি দিলেন। যে এইটা মহাপাপ। আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি না। কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, আমি কি চাই?

সব ধর্ষকের শাস্তি নিশ্চিত করতে একটা কঠোর আইন করতে হবে। যাতে

ধর্ষকদের ৯০ দিনের মধ্যে স্পেশাল ট্রাইব–◌্যনালে বিচার করে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া যায়। তা না হলে সাক্ষী নেই, শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে কেউ সাক্ষী দিতে চায় না। ১ শতাংশ লোকেরও বিচার হয় না। সাক্ষীর অভাবে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা।

এজন্য আমরা চাই একটা ত্বরিত ব্যবস্থা করতে, আইন করতে। দুঃখ লাগে কিছু মানবাধিকার কর্মী বাইরে বলেছেন কেন সংসদে গুলির কথা বললাম। এ নিয়ে অনেক বাহাস করেছেন, আমি ওইভাবে মিন করিনি। কিন্তু তারপর বলছি কঠোর শাস্তি হোক। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, যেদিন নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলকে হত্যা করল সেদিন কেউ একটা কথা বলেন নাই। সে তো শিশু ছিল, রাসেল সে তো রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল না, সেদিন কিন্তু মানবাধিকার কর্মীরা কোনো কথা বলে নাই।

ইনুর নাম উল্লেখ করে বলেন, ‘আমার বন্ধু ইনু সাহেব এখানে কথা বলেছেন, কালকে তিনি কথা বলে চলে গেলেন। আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করি আপনারা কত লোক মেরেছিলেন গুলি করে? আওয়ামী লীগের, ছাত্রলীগের? হাজার হাজার কর্মীকে মেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

থানা, ফাঁড়ি লুট করেছিলেন। সেদিন যদি আপনারা এগুলো না করতেন বঙ্গবন্ধুকে মারার দুঃসাহস কেউ করত না। আপনারা মারার পথ রচনা করে দিয়েছিলেন। আমি একটা কথা বলেছি সেটা আমার অশুদ্ধ হয়ে গেছে। উনি গুলির বিরুদ্ধে কথা বললেন। ওনারা যে কথা বলেন কান্নাকাটি করেন ওনাদের ভাষা বুঝি।’

সুত্র-যুগান্তর

বইমেলার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গতকাল রোববার বিকেলে তিনি এই বইমেলার উদ্বোধন করেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে এবারের বইমেলা উৎসর্গ করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

অনুষ্ঠানে ১০ জনের হাতে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু রচিত ‘আমার দেখা নয়া চীন’ গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন করেন তিনি।

এবার বইমেলার একটি নতুন থিম নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা হলো ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ’। স্থপতি এনামুল করিম নির্ঝর বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে মেলার আঙ্গিক ও সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

এবারের গ্রন্থমেলা ২ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ছুটির দিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলবে।

প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতেই এবার ২৭৯০ সেট প্রশ্ন: শিক্ষামন্ত্রী

রাজধানীর তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। ছবি: সংগৃহীত
সারাদেশে শুরু হওয়া মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের গুজব গ্রাহ্য না করার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেছেন, কেউ যাতে প্রশ্ন ফাঁস করতে না পারে, সেজন্য এবার ২ হাজার ৭৯০ সেট প্রশ্ন ছাপানো হয়েছে।

সোমবার রাজধানীর তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেউ যেন প্রশ্ন ফাঁস করতে না পারে, সেজন্য এবার ৫ হাজার ৫৮০ সেট প্রশ্ন প্রণয়ন করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২ হাজার ৭৯০ সেট প্রশ্ন ছাপানো হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় রাজনৈতিক কোনো প্রভাব পড়বে না বলেও আশা প্রকাশ করেন দীপু মনি। বলেন, রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচি এসএসসি ও সমমান পরীক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাই পরীক্ষা চলাকালীন সব দল ও ব্যক্তিদের সহিংস কর্মকাণ্ড ও অবরোধ-বিক্ষোভ-হরতাল কর্মসূচি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

অনেক স্কুলে ফরম পূরণ করেও পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র পায়নি-এমন অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কিছু প্রতিষ্ঠানে অনুমোদন না থাকলেও সেখানে শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা অভিযোগ রয়েছে। অনেকে প্রবেশপত্র না পাওয়ায় পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিযোগগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি। এ ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী

নওফেল, শিক্ষা সচিব মাহবুব হোসেন, অতিরিক্ত সচিব নাজমুল হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক গোলাম ফারুক প্রমুখ।

সোমবার সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। এবার নিয়মিত-অনিয়মিত মিলে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মোট ২০ লাখ ৪৭ হাজার ৭৭৯ জন অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ১০ লাখ ২২ হাজার ৩৩৬ জন ছাত্র ও ১০ লাখ ২৩ হাজার ৪১৬ জন ছাত্রী। গত বছরের তুলনায় এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। গত বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২১ লাখ ৩৫ হাজার ৩৩৩ জন। সেই হিসাবে এবার মোট ৮৭ হাজার ৫৫৪ জন পরীক্ষার্থী কম। এবার সারা দেশে ৩ হাজার ৫১২টি কেন্দ্রে ২৮ হাজার ৮৮৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে। তবে গত বছরের তুলনায় এবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০২টি ও কেন্দ্র ১৫টি বেড়েছে।

সুত্র-যুগান্তর